ইঙ্গিত

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী
প্রণীত

১৩৩২

মূল্য ৷৷৹ আট আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীপ্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
পোঃ মুক্তাগাছা, (ময়মনসিংহ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

প্রকাশকের নিকট, আশুতোষ লাইব্রেরী (কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম), ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্, এবং কলিকাতা ও ঢাকার অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

Printed by
S. A. Gunny.
at the Alexandra S. M. Press,
DACCA.

বিজ্ঞাপন

লেখাগুলি বড গল্পেব চুম্বক বা **Synopsis** নয, **Suggestive** বা ইঙ্গিত-পূর্ণ। অল্প কথায একটি বিশেষ বস, আংশিকরূপে একটি চবিত্র, অথবা একটু মনস্তত্ত্ব ফুটাইযা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। কোনটিতে বা শুধুই আভাস—গডিযা তুলিবার ভার পাঠকের উপর। কতদূব কৃতকার্য্য হইযাছি, বলিতে পারি না। কযেকটি 'সৌরভে' (মাঘ, ১৩৩১) প্রকাশিত হইযাছিল।

মুক্তাগাছা—

১৩৩২ গ্রন্থকার

সঙ্গীতগুরু

কুমার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীকে

—কৃষ্ণদাস

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
খুদে	১
মেয়ে	২
পিতৃহীন	৩
মায়ের মন	৫
ভাই বোন	৬
চুড়ী পরা	৭
আম কুড়ান	৯
প্রতীক্ষা	১০
ভুল	১১
রাজবন্দী	১৩
কালো	১৪
নব বিবাহিত	১৫
গঙ্গার ঘাটে	১৬

আইবুড়ো	১৮
বাইজী	১৯
বাবার ঘুম	২০
চুড়ীওয়ালা	২১
পুতুল খেলা	২২
দুবস্ত	২৪
ভিক্ষুক	২৫
নূতন লেখক	২৭
দর্শনী	২৯
পিতাপুত্র	৩১
কেরাণী জীবন	৩২
চপলা	৩৩
ফিরিওয়ালা	৩৪
বোবা	৩৫
স্বদেশ	৩৬
ঠাকুরের স্ত্রী	৩৭

ছেলে ও বাবা	৩৮
নূতন শিক্ষক	৩৯
স্বামী স্ত্রী	৪০
বড় লোকের মেয়ে	৪১
ডাক্তার বাবু	৪২
ঘোড় দৌড়	৪৪
চাঁদার খাতা	৪৫
উপেক্ষিতা	৪৭
রূপোপজীবিনী	৪৮
ভিখারিণী	৫০
পথের বালক	৫১
অভাগী	৫৩
সওদাগর	৫৪
ভিখারীর ছেলে	৫৬
রাজপুত্র	৫৭

ইঙ্গিত

ক্ষুদে

এক ফোঁটা মেয়ে।

মা ডাক্‌লেন, "ক্ষুদে, ভাত খাবি নি ? আয়।"

"না।"

"কেন ?"

"বিশুদাদা যে বল্লে কাল তারা খায় নি।"

বিশু ওপাড়ার গরীব বিধবার ছেলে।

মেয়ে

"খোকাকে দিলে, আমায় দিলে না ?"

মা তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মেয়ের আব্দার দেখ !"

বাবা একটু কুণ্ঠিত চাহনী চাহিয়া বলিলেন, "আর ত' নেই মা ।"

মেয়ে বাবার বুকের ভিতর মুখ গুঁজিয়া রহিল ।

পিতৃহীন

বাবা বাড়ী আসিযাছেন—সঙ্গে কত খেল্না। ছেলে মেয়ে সব 'আমাকে এটা দাও, আমাকে ওটা দাও' বলিযা ঘিবিযা ধরিয়াছে। বাবা সকলেব মন বাখিতে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িযাছেন।

বাহিরে দরজার পাশে একটি ছেলে চুপ কবিযা দাঁড়াইযা ঘবেব ভিতব চাহিযাছিল। বাবা বলিলেন,—"ও কে, মিনু ?"

মিনু বড মেযে, একটু বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে, বলিল,—"বাঃ, ওকে চেন না ? বনুদা। ওর বাবা নেই।"

বাবা একটি লাল কাঠের বল তুলিয়া লইয়া ছেলেটিকে ডাকিয়া দিলেন। খোকা আব্দারের স্বরে বলিয়া উঠিল, "ওটা আমার—আমি দেব না।"

মিনু কহিল, "ছিঃ। তোর ত' দুটোই রয়েছে।"

বাবা মেয়েকে আদরে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন।

মায়ের মন

খোকা 'আমায় দাও' 'আমায় দাও' বলিয়া বায়না ধরিয়াছিল। মা'র আর সহ্য হইল না, এক চড় লাগাইয়া নিজেই মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু পরে মা সেই জিনিষটী খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন। খোকা হাত শিথিল করিয়া রাখিয়াছিল—জিনিষটি মাটিতে পড়িয়া গেল। মা চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই মা খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমার পর চুমা খাইতে লাগিলেন।

ভাইবোন্

"আমায একটা দেনা, দিদি ?" বোন্ ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কোণে বসিয়া কমলা-লেবু খাইতেছিল। ভুরু কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল "যাঃ—এখান থেকে চলে যা বল্‌ছি।"

ভাই মুখ ভার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। "যাচ্ছিস্ কোথা আবার ? দাঁড়া।" বোন্ ভাইকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কমলার কোষগুলি ভাল করিয়া ছাড়াইয়া একটি করিয়া ভা'যের মুখে আবার একটি নিজের মুখে তুলিয়া দিতেছিল।

চুড়ী পরা

"চুড়ী চা-ই—বালা চা-ই—"

"চুড়ীওলা এদিকে এস।"

মেয়েটি সদর দরজা খুলিয়া ডাকিল। চুড়ীওয়ালা কলতলার আঙ্গিনায় তাহার ঝাঁকা নামাইল।

"বোস, দিদিকে ডেকে আনি।" দিদি আসিলেন। দু'হাত ভরিয়া চুড়ী পরিয়া খুকী দিদির আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল। "দিদি, তুইও পর্‌বি, আয়।"

"ছিঃ, আমাকে যে পর্‌তে নেই।"

ইঙ্গিত

সাদা থানের কাপড়ের দিকে চাহিয়া চুড়ীওয়ালার চোখ দু'টিও ছলছল করিয়া উঠিল।

আম কুড়ান

আম বাগানে পাড়ার ছেলে মেয়েদের ভিড়। হঠাৎ ঝড় উঠিল। বাণী কাঁদকাঁদ স্বরে বলিল, "আমার বড্ড ভয় পাচ্ছে।" বড় ভাই যতীন বলিল "হ্যাঃ—খুকী।" দল-পতি রমেশ বাণীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। এ মেয়েটিকে রক্ষা করিবার ভার বিশেষ ভাবে যেন তাহার উপরই।

যতীন বলিল, "না কুড়ুলে আঁর পাবি কোথা ?" "আমি দেব।" বলিয়া রমেশ বাণীর হাত ধরিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চলিল।

প্রতীক্ষা

পূজার ছুটী। পূর্ব্ব বাঙ্গালার এক পল্লীগৃহে আজ একটি কিশোরী কাহার প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

গোয়ালন্দের যাত্রী গাড়ীর সঙ্গে একখানা মালগাড়ীর ঠোকাঠুকী হইয়া গেল। কৈ আজ আর ত কেহ আসিল না।

ভুল

"ওগো ?

"কেন ?"

"ডাক্তার ডাক্‌বে কি ?"

"কিছু নয়, জ্বর একটু বেশী, তা হোক, আজ তিন দিন, কাল আপনিই সেরে যাবে।"

এই এত রাত্রে ডাক্তার ডাকিতে গেলে যে অনেকগুলি টাকাই লাগিবে,—কথাটা মন নিজের কাছেও স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না।

"ওঠ—কি হ'ল গো—"

আঃ—মনে হইতেছিল তাহার সর্ব্বস্ব ডাক্তারের দরজার গোড়ায় ফেলিয়া দিয়া আসে।

রাজবন্দী

বন্দী আজ রাজার করুণায় মুক্ত। এই করুণার দান গ্রহণ করিয়া তাহার মন একটা কুণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছিল, তথাপি গ্রামের এই চির-পরিচিত পথে আসিতে সে হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

গৃহের আঙ্গিনায় আসিয়া ডাকিল—"মা!" মা ছুটিয়া আসিলেন। বাবা বলিলেন, "লক্ষ্মীছাড়াকে দূর করে দাও।" বোন্ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

কালো

প্রথম যখন চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, তখন সুরেশের চোখে কালোকে ভালই লাগিয়াছিল। তারপর যতই দিন যাইতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ কালো নয়—আলো।

একদিন কালোর মা তাঁহার বিদ্যুতের মত মেয়ে গৌরীকে লইয়া এখানে আসিলেন। পর দিনই সুরেশ পরীক্ষার পড়া করিতে হইবে বলিয়া কলিকাতা চলিয়া গেল। কালো ভাবিল, কৈ কালও ত' যাবার কথা কিছু বলেন নি।

নববিবাহিত

নববিবাহিত যুবা একলা বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। মনের কণ্ঝুণু আর শোনা যায় না।

ক্রমে বাড়ীর সকল কোলাহল থামিয়া গেল—মন বাজিয়া উঠিল।

অঙ্গে একখানি সঙ্কুচিত স্পর্শ অনুভব করিল—তথাপি সে ঘুমের ভাণ করিয়া পাশ ফিরিয়াই রহিল।

কতক্ষণে কোন সাড়া না পাইয়া বধূর ঘুম ভাঙ্গাইতে বৃথাই চেষ্টা করিয়া ভাবিল, এবার সেও সত্যই ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু ঘুম আর আসিল না।

গঙ্গার ঘাটে

গঙ্গার ঘাটে, বাঁশের ছাতার নীচে, উড়িয়া ব্রাহ্মণটি বসিয়া থাকিত। সাম্‌নে তিলক মাটী, ছাপ, পিতলের ঢাক্‌না দেওয়া ছোট্ট আরসী, চন্দন, এই সব। দিদিমার সঙ্গে নাইতে আসিয়া খুকী রোজ সকালে ইহার কাছেই তিলক পরিয়া যাইত।

বেলা বাড়িয়া গেল, আজ মেয়েটী বা তার দিদিমার দেখা নাই। অনেক ছেলেমেয়ে আসিল, দু'একজনকে সে তিলক পরাইয়াও দিল—কিন্তু যেন নিতান্তই অনিচ্ছায়।

আরও বেলা বাড়িল। একটী মেয়ের হাত ধরিয়া মা সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "মু আজ পারিব না।"

২

আইবুড়ো

••বাবার রাত্রে ঘুম হয না। মা কথায কথায বিবক্ত হইযা উঠেন। বাডীব সবাই বলে "বুডো থুব্‌বা।" পড্‌সীরা বলে, "রাজপুত্তুর আস্‌ছে।" মেধে ভাবে, আমার কি দোষ ?

বাবা তাহাব ম্লান মুখখানি দেখিলেই স্নেহে মাথায হাত বুলাইযা দেন, আব যেন কি ভাবেন।

বাইজী

আজ তাহার অঙ্গের প্রত্যেকটি ভঙ্গীতে ভাব যেন রূপ ধরিতেছিল। কি এক বেদনায় গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, সুরের ভিতর দিয়া কি একটা মিনতি কাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, কে জানে? মুখের উপর হইতে সমস্ত কলুষের ছাপ আজ নিঃশেষ মুছিয়া ফেলিল কি করিয়া?

সে যে দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত বেদনাকে নিবেদন করিতেছিল, হঠাৎ সেদিকে একটা গোল উঠিল। কে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে!

বাবার ঘুম

"আঃ জ্বালাতন কর্‌লে—ঘুমুতে দেবে না দেখ্‌ছি।" মা চার বছরের ছেলেকে থামাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতেছিলেন। বাবা ছেলেকে জোরে ধমকাইয়া দিলেন। ছেলে থামিল, বাবা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে উঠিয়া দেখিলেন, ছেলে জ্বরের ঘোরে এলাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মন গ্লানিতে ভরিয়া গেল।

চুড়ীওয়ালা

সুন্দর হাত দু'খানিতে চুড়ী পরাইতে গিয়া চুড়ীওয়ালা যেন কেমন হইয়া গেল। চোখ ভরিয়া হাত দু'খানিই দেখিতেছিল—মুখের দিকে তাকাইবার অবসর ঘটে নাই।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। চুড়ী-ওয়ালা প্রতিদিন অন্ততঃ দু'তিনবার করিয়া এই গলিতে যাওয়া আসা করে। সেই বাড়ীটার সাম্‌নে আসিয়াই জোরে বলিয়া উঠে—"চুড়ী চা-ই—"

এ পর্য্যন্ত সে আর সেই হাত দু'খানিতে চুড়ী পরাইতে পারে নাই।

পুতুল খেলা

ছেলেব মা মণিমালা মেযেব মা সাব-দাকে লইযা বাসি বিযেব আযোজনে ব্যস্ত। ছোট্ট দুই টুক্‌বা কাঠেব উপব বব-কনে বসিযা বহিযাছে—পাশে পুবোহিত ঠাকুব এক টুক্‌বা ছেঁড়া আসনে বসিযা বহিযাছেন।

দাদা ডাকিল, "মণি,—পেযাবা খাবি চ'।" মণি ভাবিল—বোসেদের বাগানের পেযাবাগুলি কিন্তু বেশ।—তবে বাসি বিযে —তাবপব কড়ি খেলা—

"না দাদা, এখন যাব না।"

একটু পবেই ও পাড়ার ফণী আসিয়া ডাকিল, "মণি।"

মণি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। সারদাকে কেহ ডাকে নাই, তবুও সে ফণীর পাশে আসিয়াই দাঁড়াইল।

দুরন্ত

ছেলেকে আর কিছুতেই বশে রাখা যায় না। ছেলেবেলায় গাছে গাছে পেয়ারা পাড়িয়া বেড়াইত, জল দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িত। বুঝিত না, হাত-পা-ই ভাঙ্গে, কি ডুবিয়াই মরে। আজকাল, কোথায় কলেরা হইয়াছে—গেল সেবা করিতে, কোথায় স্নানের যোগ—গেল স্বেচ্ছাসেবক হইয়া। নিজের মরণটা বলিয়াও ভয় নাই। বাপ ত ভাবিয়াই আকুল। এমন সময় ছেলে আসিয়া বলিল, "বাবা, কাল তারকেশ্বর যাব।"

ভিক্ষুক

"বাবা, একটি পয়সা— ।"

"যা, যা, খেটে খেতে পারিস্ নে ?"

বাবু ব্যাঙ্কের খাতাখানি পকেটে ফেলিয়া মোটর চড়িয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন।

সামনের ছোট একতালা বাড়ীটির ভিতর হইতে একটি ছেলে কয়েকটি পয়সা হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসিল। ভিক্ষুককে বিমুখ হইয়া যাইতে দেখিয়া একটু দাঁড়াইল, তারপর ছুটিয়া গিয়া পয়সা কয়টি তার হাতে গুঁজিয়া দিল।

ইঙ্গিত

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই বাবা বলিলেন, "খাবার কোথায়?"

"আনি নি।"

"পয়সা?"

বাবার চোখের দিকে চাহিয়া ছেলেটি আর কিছু বলিতে সাহস পাইতেছিল না।

নূতন লেখক

ছয় বছরের শিশু — একদিন তার জ্যেঠা-মহাশয়ের হাতে একখানা কাগজ দিয়া বলিল, "জ্যেঠা ম'শায়, আমিও তোমার মত লিখ্‌তে পারি।" জ্যেঠা মহাশয় খুলিয়া দেখিলেন, বড় বড় হিজিবিজি অক্ষরে লেখা রহিয়াছে— "কোন নগরে একটি কুকুর ছিল। তার পাঁচটি ছানা ছিল। এক বাঘ আসিয়া ৪টি ছানা খাইয়া ফেলিল। কুকুরটি কাঁদিতে লাগিল। যে ছানাটি রহিল, সেটি বড় হইল। বাবার কথা শুনিত, জ্যেঠা ম'শায়ের কথা শুনিত, মায়ের কথা শুনিত। খুব ভাল হইল।"

জ্যেঠা মহাশয় শিশুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে। তুমি আমার চেয়েও ভাল লিখ্‌তে পার।"

"ধেৎ।"

দিদিমা বলিলেন, "সবাইকে তোর লেখা দেখ্‌তে দিলি, আমাকে দিলি নে?" শিশু গম্ভীর মুখে তার কোঁকড়া চুল শুদ্ধ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "নাঃ—আর কেউ হাসে নি - তুমি হাস্‌বে।"

দর্শনী

"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

"আঃ—এত রাত্রে কে হে তুমি ?"

"আজ্ঞে, আমি ও পাড়ার যদু।"

"ডবল ভিজিট দিতে হবে—এনেছ ?"

"এনেছি।"

"তবে চল।"

আর এক দিনের কথা। কত ঔষধ খাওয়ান হইল, ডাক্তার বাবুর ছেলেটির ব্যারাম আর ভাল হয় না। গিন্নি বলিলেন, "একবার সাধু বাবার কাছে যাও না।"

দীঘির ধারের বটগাছ তলায় সাধু ধূনী জ্বালিয়া, চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিলেন। ডাক্তার

বাবু প্রণাম করিয়া জোড় হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাধু আর চোখই মেলেন না। চেলাটি বলিল, "আরে বাবু, গাঁজাকো বাস্তে দোঠো রূপেয়াতো চঢ়াও।"

পিতাপুত্র

পুত্র বিদেশে চাকরী করে। নিঃসঙ্গ গৃহ ভাল লাগিতেছিল না, পিতা পুত্রের কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলেন, বধূর মন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। পিতা বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

অনেকদিন বাপের খবর পায় না, ছেলের মন উতলা হইয়া উঠিল। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাই চলিয়া আসিল এবং পিতাকে সকালের ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

কেরাণী জীবন

দুধের দাম বাকী ছিল—গোয়ালা দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া গেল। একটা ভুল হইয়াছিল—ব্লাউজ্ আনিতে পারেন নাই—গৃহিণী মানে বসিলেন। মান ভাঙ্গাইয়া যখন দত্তবাবুদের বৈঠকখানায় গেলেন, তখন দেখিলেন চায়ের পেয়ালাগুলি সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

চপলা

সরলার বিবাহে ভারী ঘটা। চপলা চিকের আড়াল হইতে বর দেখিবার জন্য উৎসুক নেত্রে চাহিয়াছিল। বর দেখিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, দিদিমার কাছে শোনা সেই রাজ-পুত্রের কথা।

চপলা পিতৃমাতৃহীনা, সরলা হইতে এক বছরের বড়। দূর সম্পর্কের জ্যেঠা মহাশয় দয়া করিয়া এ বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। কি ভাবিয়া ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, বাড়ীর ভিতর যাইয়া সরলাকে সাজাইতে বসিল।

ফিরিওয়ালা

"বাবু এটি রাখুন, বেশ জিনিস।"

"কত নেবে?"

"দশ আনা।"

"বড্ড বেশী।"

একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, আট আনাই দেবেন।"

"না, দরকার নেই।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ফিরি-ওয়ালা মুখ কালি করিয়া উঠিয়া গেল। পয়সা কয়টি পাইলে আজকার আহারটা জুটিত।

বোবা

বোবা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বাপের বাড়ীতে সে সবার কাছেই ইঙ্গিতে তাহার সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। এ নূতন লোকটি কি বুঝিবে? ইহার সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মনে যে একটা নূতন ভাব জাগিয়াছে, তাহাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে বিশেষ ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

লোকটি তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া থাকে,—কিছু ধরিতে না পারিয়া তাহার দেহটিকেই জড়াইয়া ধরে। বোবা ভাবে, হয়ত বুঝাইতে পারিয়াছি।

স্বদেশ

নরেশ বি, এ, পাশ করিয়াই বিলাত চলিয়া গেল। পরাধীন এ দেশ—তাহার চাই স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস।

সকলই সে পাইয়াছে, কিন্তু আজকাল শুধু একটি অভাব বোধ করিতেছে। সে চায় প্রাণের সঙ্গ। এবার মুক্তি চায় না—চাহে সে বন্ধন।

একদিন সে হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া এদেশের মাটীকেই সবলে আঁকড়াইয়া ধরিল।

চাকুরের স্ত্রী

সময়ে রান্না হয় নাই, আপিস যাইতে দেরী হইয়া গিয়াছিল। ছুটীর পর বাড়ী আসিতেই কিরণ নিত্যকার মত ছাড়া পোষাক তুলিয়া রাখিতে আসিল।

"নাও, নাও, তোমাকে আর কিছু কর্‌তে হবে না।" কথার ঝাঁজ একটু বেশীই ছিল। কিরণ কিছুই বলিল না। পাশের ঘরে, ছেলেটি যেখানে জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—ধীরে ধীরে সেখানে তাহার মাথার কাছে চুপ করিয়া বসিল।

ছেলে ও বাবা

ছেলে ভাবে, বাবা শুধু শাসনই করেন। বাবা ভাবেন, ছেলে মোটেই কথা শোনে না।

ছেলের অসুখ, বাবা ছেলের মাথার কাছে বসিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দিলেন।

ও পাড়ায় যাত্রা হইতেছিল, ভীমের বক্তৃতাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। ছেলে উঠিয়া পড়িবার ঘরের দরজাটা বেশ ভাল করিয়া ভেজাইয়া দিয়া বই লইয়া বসিল।

নূতন শিক্ষক

নূতন শিক্ষকটি কবি এবং ভাবুক বলিয়া পরিচিত। দুষ্টের সেরা রমেন বসিবার কেদারায় কালি মাখাইয়া রাখিয়াছিল। ঘণ্টা ফুরাইলে শিক্ষক মহাশয় দরজার কাছে যাইতেই সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন। চাহনীর ভিতর কি ছিল, কে জানে? রমেনের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিল, "ক্ষমা করুন।"

স্বামী স্ত্রী

"ভালবাস ?"

স্ত্রী কিছুই বলিল না, লজ্জাব সঙ্কোচে চোখ বুঁজিয়া রহিল।

কিছু দিন গেল।

"ভালবাস ?"

স্বামী স্ত্রীব মাথাটি বুকেব ভিতর টানিযা লইযা বলিলেন, "বাসি, বাসি, বাসি।"

অনেক দিন চলিযা গিযাছে। স্বামীব মনে এ প্রশ্ন আব জাগে না, স্ত্রীর মনে জাগে, কিন্তু মুখ ফুটিযা কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

বড় লোকের মেয়ে

বড় ঘরের মেয়ে সে, এতদিন অবমানিত স্বামীর অভাব কিছুই বোধ করিতে পারে নাই।

দেহ তার পূর্ণ হইয়া উঠিল, হৃদয়ে কিসের অভাব এ?

পিতার মৃত্যু হইল, এই দাসদাসী অট্টালিকা হইতে সেই ক্ষুদ্র পল্লীগৃহ যে অনেক শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইতেছিল।

ডাক্তার বাবু

হারাণ ডাক্তার-বাবুর পায়ের কাছে একটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিল।

"থাক থাক, দিতে হবে না।"

"গরীব বলে—"

"না না, এই নিচ্ছি।"

ডাক্তার বাবু টাকাটি উঠাইয়া লইলেন, হারাণের মুখে হাসি ফুটিল।

পরদিন না ডাকিতেই ডাক্তার বাবু হারাণের ছেলেকে দেখিবার জন্য উপস্থিত। পকেট হইতে নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে এক কৌটা সাবু, কিছু আঙ্গুর, কয়েকটি বেদানা,

ছেলেটির মাথার কাছে রাখিয়া দিলেন। হারাণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার দু' চোখ জলে ভরিয়া গেল।

ঘোড় দৌড়

"সই, ছুটো টাকা ধার দিতে পার ?"

"কেন ?"

"ছেলেটার অসুখ, বেদানা খেতে চাচ্ছে, পথ্যি পাঁচনও কিছু নেই।"

"কা'ল উনি মাইনে পান নি ?"

"পেয়েছেন, তা নিয়ে সেই গড়ের মাঠে না কোথায় ঘোড়ার বাজী জিৎতে গেছেন। বলেছেন, কাল আঙ্গুর বেদানা সব নিয়ে আস্‌বেন আর নীলরতন সরকারকে এনে দেখাবেন।"

চাঁদার খাতা

"বন্যা-পীড়িতদের—"

"পাজী, জোচ্চোর, ভণ্ড—এখানে কিছু হবে না।"

ছেলেটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বাবু ধমকাইয়া উঠিলেন।

পক্ক শ্মশ্রু কয়েকটি উকীলকে লইয়া বৃদ্ধ রায় বাহাদুর আসিয়াছেন, হাতে এক খানি মরক্কো চামড়ার বাঁধান খাতা।

"সহরের পতিতাদের উদ্ধারের জন্য একটি থিয়েটারের ষ্টেজ—"

"আর বল্‌তে হবে না। আপনার মত উদার হৃদয়ের উপযুক্ত কাজই বটে।"

ইঙ্গিত

বাবু চাঁদার খাতা টানিয়া লইয়া নিজের নামের নীচে অঙ্ক লিখিলেন ১০০০৲ এক হাজার টাকা।

উপেক্ষিতা

"আঃ—ঘুমুতে দেবে না ?"

সে ত' কিছুই করে নাই, হঠাৎ স্বামীকে একটু স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র।

দিনে দেখা হইল। সে স্বামীর দৃষ্টিকে নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিল। স্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ নামাইয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন স্বামী তাহার কাছে কি পাইয়াছিলেন ?—আর আজ সে কি হারাইয়াছে ?

রূপোপজীবিনী

গত রাত্রে রায় বাবুদের আসরে একটি তরুণের সুন্দর কাঁচা মুখ, সরল বিমুগ্ধ দৃষ্টি, তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। গাইতে গাইতে সে গানের পদগুলি ভুলিয়া যাইতেছিল, তথাপি সকলে তাহাকেই বাহবা দিতেছিল। তাহার কণ্ঠে কোথা হইতে এ উন্মাদনা আসিয়াছিল? জানালার ধারে বসিয়া আজ সে সেই কথাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ দেখিল রাস্তার ওপাড়ে সেই তরুণ তেমনি বিমুগ্ধ অথচ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে

তাহার দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

ভিখারিণী

আজ সে প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। দিবালোকে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া সে সঙ্কোচে মরিয়া যাইতেছিল। তবু হাত যে পাতিতেই হইবে। এক একবার জ্বালাময় দৃষ্টিগুলিকে তাহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িতে দেখিয়া, সে গলির ভিতর সরিয়া গিয়া, একটি থামের আড়ালে আপনাকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ গাঁধী টুপী পরা একটি তরুণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতে কিছু পয়সা গুঁজিয়া দিয়া ঝড়ের মতই কোথায় চলিয়া গেল।

পথের বালক

ছেলেটিকে দেখিতাম মিছামিছি লাফাইযা ট্রামের পা-দানেব উপব উঠিতেছে, আবাব নামিযা পড়িতেছে। কোন দিন বা খবরের কাগজ ফেরি করিতেছে, আবার কোন দিন পথে পথে ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়াইযা বেড়াইতেছে। কেমন মাযা বসিযা গেল। একদিন ডাকিযা বলিলাম,—

"আমার সঙ্গে যাবি?"

"যাব।"

দু' দিন পব সকালে তাহাকে আব বাসায খুঁজিযা পাইলাম না। সন্ধ্যার সময দেখিলাম হ্যারিসন্ রোডের মোরে পেন্সিল

ফিবি কবিতেছে। পবণে আমাব দেওযা কাপড জামাব পবিবর্ত্তে একখানি ছেঁডা ময়লা কাপড।

অভাগী

সুখে দুঃখে এক রকমে দিন কাটিয়া যাইত। একদিন সে নিতান্তই অসহায় হইযা পডিল। তখন দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য পথ পাইল না। এ কাজ তাহাব দ্বাবা বেশী দিন চলিল না, কাবণ, তাব দুটি শত্রু ছিল, এক তরুণ বযস, আব—একটু লাবণ্য। আঃ। সে যদি সব বিষযেই বিক্ত হইতে পাবিত।

সওদাগর

বৃদ্ধ সওদাগর, পিছনে কুলীর মাথায় বড় বড় গাঁঠরী, সঙ্গে তাহার ছোট ছেলে। ছেলেটির বয়স বছর দশেক, ফুটফুটে রং, আপেলের মত দুটি গাল।

"মাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিল ?"

"মা ত' নাই।"

বছর ঘুরিয়া গেল। সওদাগর আবার আসিয়াছে, সঙ্গে ছেলে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"ছেলে কোথায় ?"

"খোদাকা মরজি—" এই বলিয়া চুপ করিল। ভাল বুঝিতে না পারিয়া আবার

জিজ্ঞাসা করিলাম, "অত দূরে সেই লাহোরে ছেলেকে রাখিয়া আসিতে পারিলে ?"

"লাহোর হইতেও কত বেশী দূরে সে রহিয়াছে তাহা ত' জানি না।"

তাড়াতাড়ি একখানা শাল তুলিয়া লইয়া বলিল,—"হুজুর, দেখুন কি সুন্দর বিনাওটের কাজ।"

ভিখারীর ছেলে

শীতকাল। ছেলেটিকে তাড়াইয়া দিয়া সকাল হইতেই বাবুর মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করিতেছে। একখানা পুরাণ কাপড়ই ত' চাহিয়াছিল।

বৈকালে বেড়াইতে গিয়া কি যেন দেখিয়া বাবুর ঘোড়া চমকিয়া উঠিল। দেখিলেন রাস্তার পাশে, ঘাসের উপর সেই ছেলেটির অর্দ্ধ নগ্ন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ী থামাইয়া তাহার জ্বরের ঘোরে অচেতন দেহ তুলিয়া লইয়া আপন বাটীর দিকে গাড়ী চালাইয়া দিলেন।

রাজপুত্র

রাজপুত্র আর আসেন না। লোক জন সব পাথর হইয়া রহিয়াছে, একলা বাড়ী দিন রাত থম্ থম্ করিতে থাকে। ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়ে, পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া যায়, আলো ফুটিয়া আঁধারে পরিণত হয়—রাজপুত্র আর আসেন না। রাজকন্যা দিন রাত দরজা খুলিয়া রাখেন—কি জানি কখন আসিয়া পড়েন।

সে দিন রাত্রে ঝড়, জল, বজ্র, বিদ্যুৎ পৃথিবীটাকে যেন লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছিল। রাজকন্যা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন দিনে কে আর আসিবে? হঠাৎ দরজায় ঘা

পড়িল। রাজকন্যা কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পাথরগুলি সব মানুষ হইয়া গিয়াছে।